মুজিববর্ষ ও করোনা মহামারি চলাকালীন যশোর শিক্ষা বোর্ডের উত্তম চর্চাসমূহ

১. করোনা উপলক্ষে ধানকাটা কর্মসূচি উদ্বোধন ও ত্রাণ বিতরণ
২. **স্বাস্থ্য উপকরণ বিতরণ**
৩. **পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান**
৪. **এসএসসি পরীক্ষা ২০২০ এর ফলাফল পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন কমিটি গঠন এবং প্রতিবেদন পেশ**
৫. **ওয়েবসাইটে মুজিবশতবর্ষ ক্ষণগণনা শুরু উদযাপন**
৬. **ওয়েবসাইটে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ ও ছবি সংযোজন**
৭. **ইনহাউজ ট্রেনিং অ্যান্ড সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট**
৮. **ইনোভেশন টিম গঠন**
৯. **বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে চুক্তি স্বাক্ষর**
১০. **মুজিব শতবর্ষ স্মরণে 'জয়বাংলা উদ্যান'**
১১. **গণহত্যা-নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১-শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স-এর আয়োজন**
১২. **শেখ রাসেল প্রশাসনিক ভবনের নামফলক উন্মোচন ও শেখ রাসেল-এর ছবি প্রতিস্থাপন**
১৩. **বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য ভাঙার প্রতিবাদে মানববন্ধন**
১৪. **মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে শেখ রাসেল ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট ২০২০-এর আয়োজন**
১৫. **পৌষের পিঠা উৎসব উদ্‌যাপন**
১৬. ই-জিপি **বাস্তবায়ন**
১৭. **ই-নথি বাস্তবায়ন**
১৮. **মুক্তিযুদ্ধ কালীন বিভিন্ন শ্লোগান বিশিষ্ট পোস্টার ফেস্টুন টানানো**
১৯. **জবাবদিহিমূলক প্রশাসন তৈরি**
২০. **শুদ্ধাচার চর্চা**
২১. **ঢাকা শিক্ষা বোর্ড ও ময়মনসিংহ শিক্ষা বোর্ডের অনলাইন কাজে সহায়তা প্রদান**
২২. **বিবিধ কর্মসূচি পালন**
২৩. বঙ্গবন্ধু কর্নার ও গ্যালারি নির্মাণ
২৪. বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল স্থাপন
২৫. বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা ভবন নামকরণ
২৬. ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়া গ্রন্থাগার নামকরণ ও আধুনিকায়ন

১. ধান কাটা কর্মসূচি উদ্বোধন ও ত্রাণ বিতরণ

মহামারির দরুন খাদ্যসঙ্কট এড়ানোর জন্য চেয়ারম্যান মহোদয়ের ব্যক্তিগত উদ্যোগে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে ধান কাটা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ৭টি জেলার একশত বিঘার অধিক জমির ধান কেটে কৃষকের বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

মুজিববর্ষের ২০২০ সালের এপ্রিল মাসে ও ২০২১ সালের পবিত্র মাহে রমজানে বাৎসরিক ইফতার মাহফিল, বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার বাজেট, বৈশাখী ভাতা ইত্যাদি গ্রহণ না করে দুস্থদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করা হয়েছে।

কোভিড-১৯ রোগীদের চিকিৎসার সহায়তার জন্য জেলাপ্রশাসন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হাসপাতালে ৮ লাখ টাকার আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে। সকল কর্মচারীর একদিনের বেতন কর্তনপূর্বক রাষ্ট্রীয় ত্রাণ তহবিলে জমা প্রদান করা হয়েছে। ২০২১ সালে একইভাবে পূর্ব নির্ধারিত ইফতার মাহফিলের টাকায় পবিত্র মাহে রমজানে গরিব অসহায় পরিবারের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করা হয়।

বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মোল্লা আমীর হোসেন মহোদয়ের **নেতৃত্বে ধান কাটা কর্মসূচি পালন করা হয়**

অগ্রিম বন্যার হাত থেকে কৃষকের ফসল রক্ষা
কৃষিনির্ভর অর্থনীতি চাঙ্গা রাখা, কৃষকের পরিবারের শিক্ষাকার্যক্রম অব্যাহত রাখা
বাজার নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করা, দেশের খাদ্যঘাটতি দূর করা

২. স্বাস্থ্য উপকরণ বিতরণ

সরকার নির্দেশিত স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে স্বাস্থ্য উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে। **বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মাঝে মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, সাবান ইত্যাদি এবং আশেপাশের জনসাধারণের মাঝেও বোর্ডের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় মাস্ক বিতরণ করা হয়েছে।**

৩. পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান

ডেঙ্গু ও মশাবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব রোধে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। ক্যাম্পাসে নিয়মিত মশার ওষুধ ছিটানো হয় ও ঝোঁপ-জঙ্গল পরিষ্কার করা হয়।

৪. এসএসসি পরীক্ষা ২০২০-এর ফলাফল পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন কমিটি গঠন

সাধারণত প্রতিটি পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার পর শিক্ষা বোর্ডগুলো **ফলাফল পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন কমিটি গঠন করে রিপোর্ট প্রদান করে। এ রিপোর্টের ভিত্তিতে পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ করা হয়। তবে কোভিড-১৯ মহামারির প্রভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা না থাকায় শ্রেণিকক্ষে পাঠদান, পাবলিক পরীক্ষা গ্রহণ ইত্যাদি দফায় দফায় পিছিয়ে দেওয়ায় শিক্ষাকার্যক্রমে মারাত্মক প্রভাব পড়ে। তাই** যশোর শিক্ষা বোর্ডের উদ্যোগে সরকারি এমএম কলেজের অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) প্রফেসর শেখ কাউসার আলীকে আহ্বায়ক করে যশোর শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষা ২০২০ এর ফলাফল পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন কমিটি গঠন করা হয়েছে। **বোর্ডের প্রধান মূল্যায়ন কর্মকর্তা জনাব মিজানুর রহমান এ কমিটির সদস্য সচিব। বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক প্রফেসর মাধব চন্দ্র রুদ্রের সহযোগিতা নিয়ে তাঁরা কাজ করে ইতোমধ্যে রিপোর্ট প্রদান করেছেন।**

সরকারি এম এম কলেজ, যশোর এ অধ্যক্ষ মহোদয়ের অফিস কক্ষে ১২ নভেম্বর ২০২০ খ্রি. তারিখে যশোর শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষা-২০২০ এর মূল্যায়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়।

কারণসমূহ

বিভাগীয় শহর, জেলা শহরের ফলাফল পর্যালোচনা, বিষয়ভিত্তিক ফলাফল পর্যালোচনা, ছেলে-মেয়ের আলাদা আলাদা ফলাফল পর্যালোচনা করা হয়। বিগত বছরের ফলাফল ত্রুটি, বিচ্যুতি, ভালো-মন্দ দিক বিবেচনা করে ভবিষ্যতে যাতে আরও ভালো ফলাফল করা যায় সে বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

প্রত্যাশা

পাশের হার বৃদ্ধি ও শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন, জেন্ডার ইকোয়ালিটি, ঝরে পড়া রোধ, শহর ও গ্রামের শিক্ষা বৈষম্য দূর করা, শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখা। পরীক্ষা পরিচালনা ও উত্তরপত্র মূল্যায়ন পদ্ধতির গুণগত মানোন্নয়ন সাধন।

৫. মুজিবশতবর্ষ ক্ষণগণনা শুরু ওয়েবসাইটে যুক্তকরণ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের জন্য ঘোষিত মুজিববর্ষ **(২০২০ সালের ১৭ মার্চ থেকে ২০২১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত) ক্ষণগণনা শুরু কর্মসূচি জাতীয়ভাবে উদ্‌যাপন করা হয়। এরই অংশ হিসেবে বোর্ডের ওয়েবসাইটে মুজিব শতবর্ষ ক্ষণগণনা কাউন্টডাউন ডিজিটাল ক্লক সংযোজন করা হয়। বোর্ডের প্রধান গেইটেও অনুরূপ ক্ষণগণনার কাউন্টডাউন ইলেকট্রনিক্স ক্লক স্থাপন করা হয়েছে।**

মুজিব জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের ক্ষণগণনা/কাউন্টডাউন শুর হয় ১০ জানুয়ারি ২০২০ খ্রি. রাত ১২:০০:০১ হতে। ১৭ই মার্চ প্রথম প্রহরে **লেভেল *০০:০০:০০:০০* যথাক্রমে দিন:ঘন্টা:মিনিট:সেকেন্ড ক্ষণগণনার সমাপ্তি ঘটে।**

প্রত্যাশিত ফলাফল

মুজিব শতবর্ষ উদ্‌যাপনকে বহুল প্রত্যাশিত, আনন্দচিত্তে জনমনে গ্রহণের প্রয়াস। পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে লন্ডন এবং দিল্লি হয়ে ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে আসেন তাই দিনটির তাৎপর্য তুলে ধরা এবং জনমনে এর তাৎপর্য ধারণ করানো। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরা।

৬. ওয়েবসাইটে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ ও ছবি সংযোজন

সাতই মার্চের ভাষণ ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই মার্চ ঢাকার রমনায় অবস্থিত রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) অনুষ্ঠিত জনসভায় জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রদত্ত এক ঐতিহাসিক ভাষণ।

তিনি উক্ত ভাষণ বিকেল ২টা ৪৫ মিনিটে শুরু করে বিকেল ৩টা ৩ মিনিটে শেষ করেন। উক্ত ভাষণ ১৮ মিনিট স্থায়ী হয়। এই ভাষণে তিনি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমানে বাংলাদেশ) বাঙালিদেরকে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হওয়ার আহ্বান জানান। ১৩টি ভাষায় ভাষণটি অনুবাদ করা হয়। ১৩ তম হিসেবে সম্প্রতি মাহাতো নৃতাত্ত্বিক জাতিগোষ্ঠীর কুড়মালি ভাষায় ভাষণটি অনুবাদ করা হয় যা নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর ভাষায় ১ম অনুবাদ। নিউজউইক ম্যাগাজিন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাজনীতির কবি হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। ২০১৭ সালের ৩০ শে অক্টোবর ইউনেস্কো এই ভাষণকে ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

সেবাটি বাস্তবায়নকাল, শুরুর তারিখ ও সমাপ্তির তারিখ

১৪ আগস্ট ২০২০ হতে শুরু হয়ে অদ্যাবধি চালু আছে

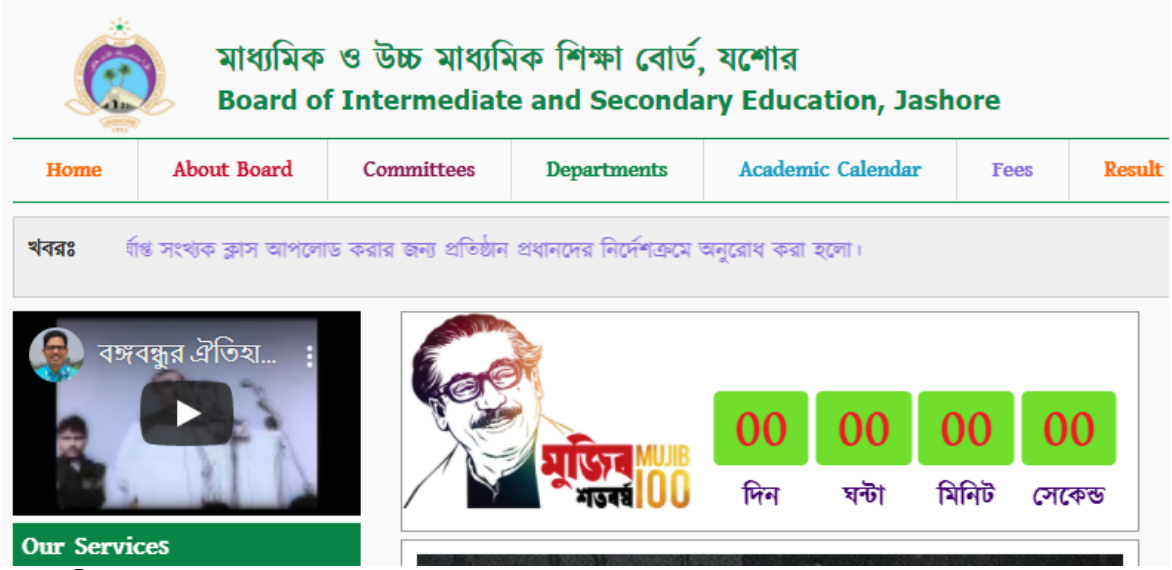

প্রত্যাশিত ফলাফল

বঙ্গবন্ধুর ভাষণ যথারীতি শোনা এবং তার মর্মার্থ শিক্ষার্থীদের জানানো।

৭. ইনহাউজ ট্রেনিং অ্যান্ড সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট

যশোর শিক্ষা বোর্ডকে বাংলাদেশের প্রথম ডিজিটাল শিক্ষা বোর্ড ঘোষণা করার পর থেকে যশোর বোর্ড নিজস্ব উদ্যোগে নিজস্ব ডেভেলপার দ্বারা প্রতিটি অনলাইন সেবা ডেভেলপ করে আসছে, যা অন্য শিক্ষা বোর্ডগুলো থেকে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। ২০১৪ সালে আইসিটি ল্যাব স্থাপন করা হয় যেখানে যশোর বোর্ডের উদ্ভাবনী সেবাসমূহ চালু করার উদ্দেশ্যে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মাঝে ডেমো প্রেজেন্টেশন দেয়া হয়। সেখানে সংশ্লিষ্ট শাখার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে সেবাটি সম্পর্কে অবহিত করার জন্য সেবাটির প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে উক্ত প্রেজেন্টেশন প্রোগ্রামে ক্ষেত্রবিশেষে ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া কর্মীদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। বোর্ডের উর্ধতন কর্মকর্তাগণ এই সময় উপস্থিত থেকে নতুন সেবাটি সম্পর্কে অবহিত হন। এর পর বিভাগ/শাখাভিত্তিক সবাইকে সেবাটির ব্যবহারবিধি সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

৮. ইনোভেশন টিম গঠন

সরকারের নির্দেশে প্রতিটি দপ্তর, অধিদপ্তর ও মাঠ পর্যায়ের অফিসে একটি করে ইনোভেশন টিম গঠন করতে হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় বর্তমানে তার অধীনে সকল সংস্থাকে অনলাইনে/ফিজিক্যালি নতুন নতুন উদ্ভাবনী ধারণা প্রণয়ন, শো-কেসিং ও জাতীয়ভাবে পাইলটিং-এর কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। এর জন্য মন্ত্রণালয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ প্রতিনিয়ত বোর্ডগুলোকে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দিয়ে আসছে। কোভিড-১৯ চলাকালীন শিক্ষা মন্ত্রণালয় সার্বিক কার্যক্রম ভার্চুয়ালি অব্যাহত রেখেছে।

৯. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে চুক্তি স্বাক্ষর

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) মূলত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসাবে মন্ত্রিপরিষদ সচিব এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসাবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিবের মধ্যে স্বাক্ষরিত একটি সমঝোতা দলিল। সরকারি কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির আওতায় বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রবর্তন করা হয়েছে। এই চুক্তিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ, এ সকল কৌশলগত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য গৃহীত কার্যক্রমসমূহ এবং এ সকল কার্যক্রমের ফলাফল পরিমাপের

জন্য কর্মসম্পাদন সূচক ও লক্ষ্যমাত্রাসমূহ বিধৃত রয়েছে। সংশ্লিষ্ট অর্থবছর সমাপ্ত হওয়ার পর ঐ বছরের চুক্তিতে নির্ধরিত লক্ষ্যমাত্রাসমূহের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রকৃত অর্জন মূল্যায়ন করা হবে।

অনলাইন বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) স্বাক্ষরে মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ কর্তৃক ডেভেলপকৃত এপিএএমএস সফটওয়্যার apams.cabinet.gov.bd ব্যবহার করে যশোর শিক্ষা বোর্ড তার বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির সকল তথ্য প্রতিবছর আপলোড করে থাকে। মুজিববর্ষে এর ব্যত্যয় ঘটেনি। চুক্তিটি প্রতিবছর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর এর সাথে স্বাক্ষর হয়ে থাকে।

বাস্তবায়নকাল শুরুর তারিখ ও সমাপ্তির তারিখ

এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া

প্রত্যাশিত ফলাফল

- অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের মাঝে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করা
- কাজে গতিশীলতা আনয়ন
- শুদ্ধাচারচর্চা বৃদ্ধি ইত্যাদি।

১০. মুজিব শতবর্ষ স্মরণে ‘জয়বাংলা উদ্যান’

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী স্মরণে যশোর শিক্ষা বোর্ডের সম্মুখস্থ বিশাল জায়গা বেদখলকারীদের হাত থেকে উদ্ধার করে “**জয়বাংলা উদ্যান**” নামে একটি স্থায়ী ফুলের বাগান তৈরি করা হয়েছে।

পূর্বের অবস্থা

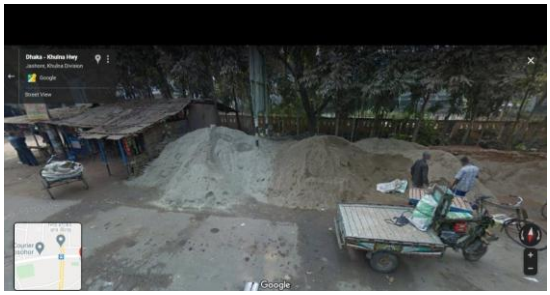

অবৈধ দখলদারদের দখলে থাকা বর্তমান জয়বাংলা উদ্যানের পূর্বাবস্থা

বর্তমান অবস্থা

সম্প্রতি যশোর সদর-৩ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব কাজী নাবিল আহমেদ উক্ত জয়বাংলা উদ্যান পরিদর্শন করেন।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বোর্ড প্রাচীর সংলগ্ন দীর্ঘদিনের অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ করা হয় এবং আবর্জনা অপসারণ করে নয়নাভিরাম উদ্যানটি তৈরি করা হয়েছে। মুজিববর্ষে যশোর সদর-৩ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব কাজী নাবিল আহমেদ উক্ত জয়বাংলা উদ্যান পরিদর্শন করেন।

বাস্তবায়নকাল
এপ্রিল ২০২০ খ্রি. হতে নভেম্বর ২০২০ খ্রি. হলেও এর পরিচর্যা অব্যাহত থাকবে।

মুজিববর্ষে যশোর-৫ (মণিরামপুর) আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় (এলজিআরডি) মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী, উক্ত জয়বাংলা উদ্যান পরিদর্শন করেন।

১১. গণহত্যা-নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১ শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স-এর আয়োজন

যশোর শিক্ষা বোর্ডের মুজিববর্ষের অন্যতম আয়োজন গণহত্যা-নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১ শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স। ১১/১২/২০২০ হতে ০৯/০১/২০২১ খ্রি.তারিখ পর্যন্ত প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়েছে। **এতে সহযোগিতা করেছে ১৯৭১: গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর সংগঠন। গণহত্যা-নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধের উপর গবেষণার বিভিন্ন** বই, গ্রন্থ ও টি শার্ট ইত্যাদি **স্টলে প্রদর্শন ও বিক্রি করা হয়।**

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস একটি অ্যাকাডেমিক বিষয় হলেও এর উপর শিক্ষকদের কখনোই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়নি। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা করে সঠিক ইতিহাস চর্চার মাধ্যমে নতুন প্রজন্মকে তা জানানোর জন্য এ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস একটি অ্যাকাডেমিক বিষয় হলে ও এর উপর শিক্ষকদের কখনোই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়নি। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা করে সঠিক ইতিহাসচর্চার মাধ্যমে নতুন প্রজন্মকে তা জানানোর জন্য এ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।

যশোর-৫ (মণিরামপুর) আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় (এলজিআরডি) মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী, সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

গণহত্যা-নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১ শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ

প্রত্যাশিত ফলাফল

গবেষণার মাধ্যমে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন স্মৃতিচিহ্ন উদ্ধার করে একটি জায়গায় লিপিবদ্ধ করে পরবর্তী প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানানো, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় একটি সমৃদ্ধশালী ও উন্নত জাতি গঠনে সহায়তা করা।

প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীরা গণহত্যা নির্যাতন বধ্যভূমি বিষয়ে থিসিস জমা দিবে এবং তা গ্রহণযোগ্য হলে বই আকারে প্রকাশিত হবে।

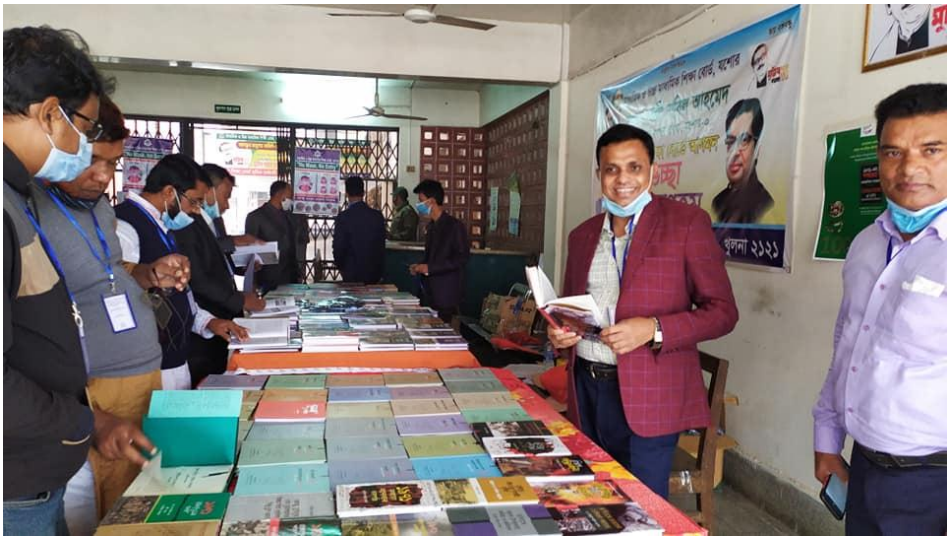

গণহত্যা-নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১ শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সে মুক্তিযুদ্ধের বই মেলা

গণহত্যা-নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১ শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারীদের **ডে' আউট**

১২. শেখ রাসেল প্রশাসনিক ভবনের নামফলক উন্মোচন ও শেখ রাসেল-এর ছবি প্রতিস্থাপন

শেখ রাসেল প্রশাসনিক ভবনের নামফলক উন্মোচন করেন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মোল্লা আমীর হোসেন। বোর্ডের প্রশাসনিক ভবন-২ এর নামকরণ শেখ রাসেল ভবন করার পর ভবনের সামনে শেখ রাসেলের একটি ছবি ক্রিস্টাল গ্লাসের তৈরি ফ্রেমে স্থাপন করা হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধে যশোর শিক্ষা বোর্ডের যথেষ্ট অবদান আছে। এ বোর্ডের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মকর্তা-কর্মচারী মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। এ বোর্ডের একটি জিপগাড়ি মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি কর্নেল এমএজি ওসমানী ব্যবহার করতেন। গাড়িটি সরকারের ইচ্ছায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে হস্তান্তর করা হয়েছে। অথচ এ বোর্ডে মুক্তিযুদ্ধের কোন স্মৃতিচিহ্ন নেই। বঙ্গবন্ধুর পরিবারের কোনো সদস্যের নামেও ইতঃপূর্বে **কিছু ছিল না। বর্তমান বোর্ড প্রশাসন মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নে একটির পর একটি কর্মসূচি হাতে নিচ্ছে এবং তা বাস্তবায়ন করছে।**

শেখ রাসেল ভবনের নামফলক উন্মোচন করেন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মোল্লা আমীর হোসেন

বাস্তবায়নকাল শুরুর তারিখ

১ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রি.

প্রত্যাশিত ফলাফল

শিশুদের প্রতি ভালোবাসা ও উন্নত জাতিগঠনে অবদান রাখবে।

যুগযুগান্তর ধরে মানুষ শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমৃদ্ধ হবে। শেখ রাসেলের স্মরণে ভবনটির নামকরণ করা হলো এই জন্য যাতে ১৫ আগস্ট নিহত শিশু শেখ রাসেলের ছবি এটাই সবাইকে মনে করিয়ে দেয় যাতে আর কোনো শিশুর প্রতি এমন নির্দয় আচরণ করা না হয়।

১৩. বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য ভাঙার প্রতিবাদে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন

কয়েকটি ধর্মভিত্তিক দলের ভাস্কর্যবিরোধী অবস্থান এবং কুষ্টিয়ায় বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য ভাঙার প্রতিবাদে দেশ জুড়ে মানবন্ধন কর্মসূচি গ্রহণ করায় যশোর শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছেন। তাছাড়া বিচারপতি এফ আর এম নাজমুল আহাসান ও বিচারপতি শাহেদ নূরউদ্দিনের ভার্চুয়াল হাই কোর্ট বেঞ্চ দেশের জেলা-উপজেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্সেসহ দেশের যে কোন স্থানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সব ম্যুরালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আদেশ দেন।

একাত্তরের বিরোধী শক্তি, যারা বাংলাদেশকে মেনে নিতে পারেনি, তাদের প্রেতাত্মারাই বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য নির্মাণের বিরোধিতা করছে বলে জনমনে আশঙ্কা ও ক্ষোভ। এক পর্যায়ে মানববন্ধন কর্মসূচি সামাজিক আন্দোলনে রূপ নিয়েছে।

১৪. মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে শেখ রাসেল ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট'২০২০-এর আয়োজন

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে শেখ রাসেল ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টের আয়োজন করেছে। শিক্ষকদের সাথে বোর্ড কর্মকর্তাদের পারস্পরিক সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ আয়োজন। ১৮ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রি. রোজ শুক্রবার সন্ধ্যা ছয়টার দিকে শিক্ষা বোর্ড অফিসার্স কোয়ার্টার খেলার মাঠে বোর্ডের সহযোগিতায় এবং যশোর শিক্ষা বোর্ড সরকারি মডেল স্কুল এন্ড কলেজের ব্যবস্থাপনায় এ টুর্নামেন্ট উদ্‌বোধন করা হয়। আশা করা যায়, প্রতি বছর শেখ রাসেল ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট চালু থাকবে। এ খেলার মাধ্যমে শেখ রাসেলের স্মৃতি ধরে রাখা সম্ভব হবে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. আহমেদ শরীফ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক তপন কুমার পলিত, শিক্ষা বোর্ড মডেল স্কুল অন্ড কলেজের অধ্যক্ষ লে.ক. গোলাম মোস্তফা, বাগেরহাট বহুমূখী কলেজের অধ্যক্ষ ফারহানা আক্তার, বটিয়াঘাটা কলেজের অধ্যক্ষ অনিমেষ দাস, এবিসিডি ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ রেজাউল ইসলাম, জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক একেএম গোলাম আযম, শিক্ষা বোর্ড কর্মকর্তা কল্যাণ সমিতির সভাপতি কামাল হোসেন, সহ-সভাপতি মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক চৌধুরী, যুগ্ম সম্পাদক মুজিবুল হক, দপ্তর সম্পাদক মো: হাবিবুর রহমান, কর্মচারী ইউনিয়নের নেতৃবৃন্ধ, বোর্ডের ক্রীড়া অফিসার আশাফুদ্দৌল্লা টিটো, সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক রেজাউল ইসলাম, সরকারি এম এল এ স্কুলের প্রধান শিক্ষক মোস্তাফিজুর রহমান আজাদ ও বাহাদুরপুর মাধ্যমিক

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোস্তাফিজুর রহমান আজাদ প্রমুখ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

শিক্ষা বোর্ড কর্মকর্তা ও শিক্ষকদের নিয়ে উদ্‌বোধনী ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। বিদ্যালয় ও কলেজ দুই ক্যাটাগরিতে বিভক্ত হয়ে মোট ২০টি টিম টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করে।

শুরুর তারিখ ও সমাপ্তির তারিখ

১৮ ডিসেম্বর ২০২০ হতে ০১ জানুয়ারি ২০২১ খ্রি.

প্রত্যাশিত ফলাফল

ক্রীড়া মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নয়ন ঘটায়, তাছাড়া শেখ রাসেলের স্মৃতিচারণা খেলার মর্যাদাকে বৃদ্ধি করেছিল।

১৫. পৌষের পিঠা উৎসব উদযাপন

শেখ রাসেল ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট'২০২০ ও পৌষের পিঠা উৎসব পরিদর্শন করছেন মাননীয় এলজিআরডি প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য এমপি

শেখ রাসেল ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট'২০২০ খেলোয়াড়দের সাথে পরিচিত হচ্ছেন মাননীয় এলজিআরডি প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য এমপি

শেখ রাসেল ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট' ২০২০ খেলোয়াড়দের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন মাননীয় এলজিআরডি প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য এমপি, **উপস্থিত ছিলেন যশোর জেলার জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার প্রমুখ**

১৬. ই-জিপি বাস্তবায়ন

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, CPTU যৌথ ব্যবস্থাপনায় ডেভেলপকৃত www.eprocure.gov.bd ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ২০১৭ সালে যশোর শিক্ষা বোর্ড ই-জিপিতে প্রবেশ করে। বর্তমানে বোর্ড সকল কেনাকাটা ই-জিপি'র মাধ্যমে পরিচালন করছে। ই-জিপি'র মাধ্যমে বৃহৎ কেনাকাটায় টেন্ডার কার্যক্রম পরিচালনা করার পর থেকে বোর্ডে ক্রয়কার্যে স্বচ্ছতা ফিরে এসেছে। স্থানীয় প্রভাবশালীদের দৌরাত্ম্য কমেছে। ফলে ক্রয়ের পাশাপাশি বাৎসরিক অডিট কার্যক্রমও আরো স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক হয়েছে।

১৭. ই-নথি/ডি-নথি বাস্তবায়ন

ই-নথি/ডি-নথি যে নামেই বলা হোক না কেন সরকারি কার্যক্রমের গতি আনয়নের লক্ষ্যে সরকার ট্র্যাডিশনাল ফাইল ওয়ার্কের পরিবর্তে ই-নথি ব্যবস্থাপনা চালু করেছে। এটি একটি অনলাইন ব্যবস্থাপনা, এ ব্যবস্থায় অনলাইনে ডাক গ্রহণ ও প্রেরণ করা হয়। এতে স্বাক্ষর করার প্রয়োজন হয় না। এসএমএস-এর মাধ্যমে ফাইলের অবস্থা নির্ণয় করা যায়। ফাইল নিষ্পন্ন হলে গ্রাহক বা সেবা গ্রহিতার কাছে মোবাইলে এসএমএস যাবে। মুজিববর্ষে ই-নথিকে আরও বেশি সহজীকরণ করে ডি-নথিতে রূপান্তর করা হচ্ছে। সরকারের এই মহান উদ্যোগের সাথে যশোর শিক্ষা বোর্ড সম্পৃক্ত হয়েছে।

১৮. মুক্তিযুদ্ধকালীন বিভিন্ন শ্লোগান বিশিষ্ট পোস্টার ফেস্টুন টানানো

- **মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নে বোর্ড ক্যাম্পাসে মুক্তিযুদ্ধকালীন বিভিন্ন শ্লোগান বিশিষ্ট পোস্টার ফেস্টুন টানানো হয়েছে।**
- **বঙ্গবন্ধু ম্যুরাল তৈরীর কাজ প্রক্রিয়ধীন।**
- **শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য/ম্যুরাল স্থাপনে উৎসাহিত করা হচ্ছে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও বঙ্গবন্ধুর উপরে লেখা বই ক্রয়ের জন্য আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে।**
- **প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু কর্নার নির্মাণ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।**

১৯. জবাবদিহিতামূলক প্রশাসন তৈরি

- সৎ, দক্ষ ও জবাবদিহিতামূলক প্রশাসন সৃষ্টির লক্ষ্যে পদোন্নতির মাপকাঠি হিসেবে সততা, দক্ষতা, নিষ্ঠা, ন্যায়পরায়নতা, শৃঙ্খলাবোধ এবং জনগণ ও সংবিধানের প্রতি শর্তহীন আনুগত্য বিবেচনায় রাখা হচ্ছে।
- প্রশাসনের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, ন্যায়পরায়ণতা এবং সেবাপরায়ণতা নিশ্চিত করা হয়েছে, যা অব্যাহত থাকবে।
- সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রিতা, স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতিসহ সকল প্রকার জটিলতা নিরসনে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, যা অব্যাহত থাকবে।
- নিয়মানুবর্তী এবং জনগণের সেবক হিসেবে প্রশাসনকে গড়ে তোলার কাজ অগ্রসর করে নেওয়া হবে।
- কাজের স্বচ্ছতা, অভিযোগ ও পরামর্শের লক্ষ্যে অনলাইনে অভিযোগ গ্রহণ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- গণশুনানীর বিষয়গুলো আমলে নিয়ে সিটিজেন চার্টার মেনে ইনোভেশনের Time, Cost and Visit কমিয়ে মানসম্মত কাঙ্ক্ষিত সেবা ও তথ্য প্রদান করা হচ্ছে।

২০. শুদ্ধাচারচর্চা

- দুর্নীতি প্রতিরোধে জিরো টলারেন্স ঘোষণা করা হয়েছে।
- ঘুষ লেনদেন ও অন্যান্য অসদুপায় প্রতিরোধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- দুর্নীতিরোধে বোর্ডের গুরুত্বপূর্ণ শাখা ও স্থানে সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে।

২১. ঢাকা শিক্ষা বোর্ড ও ময়মনসিংহ শিক্ষা বোর্ডের অনলাইন কাজে সহায়তা

এটি অত্যন্ত গৌরবের বিষয় যে, যশোর শিক্ষা বোর্ড ঢাকা ও ময়মনসিংহ বোর্ডকে অনলাইন কাজে সহায়তা দিয়ে আসছে। এ বোর্ড নবগঠিত ময়মনসিংহ শিক্ষা বোর্ডকে ফলাফল প্রস্তুতির কাজে, কলেজ ও বিদ্যালয় শাখার সকল সেবা শতভাগ অনলাইনে বাস্তবায়ন করতে সফলভাবে কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করে আসছে।

২২. বিবিধ কর্মসূচি পালন

- কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ, ইন্টারনেট ব্যবস্থা, ট্যাব, ল্যাপটপ ইত্যাদি ডিজিটাল ডিভাইস কর্মকর্তাদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে।
- কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্নত অবকাঠামো, অফিস কক্ষ সুসজ্জিতকরণ, আধুনিক ও রুচিসম্মত আসবাবপত্রের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- নিয়মিত অফিস প্রাঙ্গণ ও অফিসকক্ষে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করার ফলে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ বজায় আছে।
- কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন মোটিভেশনাল কাজ ও অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে এবং হচ্ছে।
- সৎ, দক্ষ ও পরিশ্রমী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য বিশেষ প্রণোদনা ও প্রেষণার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ই-ফাইলিং, ই-জিপি ও ই-গভার্নেস প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
- করোনাকালীন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ করা হয়েছে, ফলে সবাই সুস্থ আছেন এবং পূর্ণক্ষমতা নিয়ে কাজ করছেন। বহিরাগত সেবা গ্রহীতাগণকে নো মাস্ক নো এন্ট্রি নির্দেশনা পালন করা হচ্ছে এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে সকল বিভাগের কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

২৩. বঙ্গবন্ধু **ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নার নির্মাণ**

মুজিববর্ষে **যশোর শিক্ষা বোর্ড-এর** আরেকটি উপহার বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নার **নির্মাণ। মুজিববর্ষে ১ আগস্ট ২০২১ খ্রি. তারিখে এর শুভ উদ্বোধন করা হয়। শুভ উদ্বোধন করেন বোর্ডের বর্তমান চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মোল্লা আমীর হোসেন। উদ্বোধন কার্যক্রমে আরও অংশগ্রহণ করেন প্রাক্তন দুজন চেয়ারম্যান প্রফেসর আমীরুল আলম খান ও প্রফেসর আব্দুল মজিদ। ভার্চুয়ালি যুক্ত হন প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রফেসর আবুল বাশার মোল্লা। এখানে সন্নিবেশিত করা হচ্ছে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, গণহত্যার ইতিহাস, বঙ্গবন্ধুর প্রোফাইল ও বঙ্গবন্ধুর কর্মযজ্ঞ।**

প্রত্যাশিত ফলাফল

বোর্ডে আগত শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও দর্শনার্থী বিশেষ করে নতুন প্রজন্মকে জাতির পিতা সম্পর্কে অবহিত করা। এখানে এসে আগত সকল সেবাগ্রহীতা বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে, তাঁর কর্মযজ্ঞ **সম্পর্কে, তার ছাত্রজীবন, বর্নাঢ্য রাজনৈতিক জীবন, দীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাস ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবে। আরও জানতে পারবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গীপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। স্বাধীনতার মহানায়ক বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনটি জাতীয় শিশু দিবস হিসেবে উদ্‌যাপিত হয়। তিনি ১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি লাভ করেন।** ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ভোরে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একদল বিপথগামী নির্দয় সদস্য ঢাকাস্থ ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বাসভবনে নৃশংসভাবে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করে। সৌভাগ্যক্রমে দেশের বাইরে অবস্থান করায় বেঁচে যান আজকের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তাঁর ছোট বোন শেখ রেহানা। **গোপালগঞ্জ জেলার** নিলফা বাজার পেরিয়ে মধুমতি নদীর তীরে টুঙ্গীপাড়া উপজেলায় চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন জাতির পিতা। বর্তমানে ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস হিসেবে পালিত হয়।

গোপালগঞ্জের টুঙ্গীপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর সমাধি কমপ্লেক্সের পাশেই বঙ্গবন্ধুর আদি বাড়ি। কিছুদূর পরে আছে লাইব্রেরি ভবন। পাশে রয়েছে চমৎকার স্থাপত্যের একটি মসজিদ। গোপালগঞ্জ গণপূর্ত বিভাগ কর্তৃক নির্মিত 'মুজিব কর্নার' ও 'বঙ্গবন্ধু গ্যালারি'।
এটি বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন দুর্লভ ছবি ও কাজের আলোকচিত্র এবং বঙ্গবন্ধুর উপর লেখা বিভিন্ন বই দিয়ে সাজানো হয়েছে। বিভিন্ন জেলা থেকে বোর্ডে সেবা নিতে আসা শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বঙ্গবন্ধু কর্নারে রক্ষিত বই পড়ে বঙ্গবন্ধু ও তার চিন্তাচেতনা সম্পর্কে জানতে পারবেন।

২৪. বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল স্থাপন (প্রক্রিয়াধীন)
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে শিক্ষা বোর্ড প্রাঙ্গণে বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল নির্মাণের উদ্দেশ্যে মুজিববর্ষে একটি দরপত্র আহবান করা হয়েছে।

বাস্তবায়নের কারণ

বিভিন্ন দিবস উদ্‌যাপন ও উপলক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন

২৫. বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা ভবন নামকরণ
মুজিববর্ষে বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. আমীর হোসেন মহোদয়ের একান্ত ইচ্ছায় ও বোর্ডের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় সিক্ত বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সহধর্মিণী মহীয়সী নারী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব-এর নামে যশোর শিক্ষা বোর্ড প্রশাসনিক ভবন-১ এর নামকরণ করা হয়েছে।

আসুন জেনে নেয়া যাক বঙ্গমাতার সংক্ষিপ্ত পরিচয় :
বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা (৮ আগস্ট ১৯৩০ - ১৫ আগস্ট ১৯৭৫) ছিলেন বাংলাদেশের প্রথম ফার্স্ট লেডি এবং প্রথম রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর সহধর্মিণী। তিনি ১৯৩০ সালে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তার ডাকনাম ছিল রেনু। তার পিতার নাম শেখ জহুরুল হক ও মাতার নাম হোসনে আরা বেগম। পাঁচ বছর বয়সে তার পিতা-মাতা মারা যান। তিনি তার স্বামী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের চাচাতো বোন ছিলেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বয়স যখন ১৩ ও বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেসার বয়স যখন মাত্র তিন, তখন পরিবারের বড়রা তাদের বিয়ে ঠিক করেন। ১৯৩৮ সালে বিয়ে হবার সময় বঙ্গমাতা রেনুর বয়স ছিল ৮ বছর ও শেখ মুজিবের ১৮ বছর। পরে এই দম্পতির দুই কন্যা ও তিন ছেলে হয়। তারা হলেন শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা এবং

শেখ কামাল, শেখ জামাল ও শেখ রাসেল। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বেগম ফজিলাতুন্নেসা পরিবারের অন্য সদস্যদের (শেখ হাসিনা, শেখ জামাল, শেখ রেহানা, শেখ রাসেল, এম এ ওয়াজেদ মিয়া এবং অন্যান্য) সাথে মগবাজার অথবা কাছাকাছি কোনো এলাকার এক ফ্ল্যাট থেকে পাকিস্তান সেনাবাহিনী কর্তৃক গ্রেফতার হয়েছিলেনে ১২ মে ১৯৭১ এবং ধানমন্ডির বাড়ি ২৬, সড়ক ৯ এ (পুরনো ১৮) তে বন্দি অবস্থায় ছিলেন ১৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট তাকে তাঁর স্বামী (জাতির পিতা), তিন পুত্র এবং দুই পুত্রবধূর সাথে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

২৬. ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়া গ্রন্থাগার নামকরণ ও আধুনিকায়ন

যশোর শিক্ষা বোর্ড গ্রন্থাগার একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার। এখানে দেশের ইতিহাস ঐতিহ্য সংবলিত অনেক প্রাচীন বই রয়েছে। স্বাধীনতা পরবর্তী বিভিন্ন শ্রেণির সিলেভাসের ওপর অসংখ্য টেক্সট বই, ধর্মগ্রন্থ, ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, জনপথের ইতিহাস ও ঐতিহ্য, যশোর জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য, ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১, গণহত্যা ও নির্যাতন, বিশ্ব রাজনীতি ও অর্থনীতি, কম্পিউটার বিজ্ঞান, আইসিটি, সাধারণ বিজ্ঞান, ভূগোল, উদ্ভিদ বিজ্ঞান প্রাণী বিজ্ঞান, গণিত, ভাষা ও সাহিত্য, সায়ন্স ফিকশন, আত্মোন্নয়ন, দেশ-বিদেশি ভাষা, ক্রীড়া ইত্যাদি বিষয়ক অসংখ্য বই, গবেষণা এখানে স্থান পেয়েছে।

মুজিববর্ষে বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. আমীর হোসেন মহোদয়ের একান্ত ইচ্ছায় ও বোর্ডের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় সিক্ত ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়া গ্রন্থাগার নামকরণ সুন্দর ও স্বার্থক হয়েছে। ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়া (১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৪২ - ৯ মে ২০০৯) বাংলাদেশের একজন খ্যাতনামা পরমাণু বিজ্ঞানী। তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বামী ছিলেন। পদার্থ বিজ্ঞান ও বহুল পঠিত বিভিন্ন রাজনৈতিক লেখক। তিনি বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান। বর্তমানে এই গ্রন্থাগারের আধুনিকায়ন ও সংস্কার করা হয়েছে। লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যারের মাধ্যমে বই উত্তোলন ও জমা প্রদান করা যাচ্ছে। এটি বোর্ডের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ আগত সেবাগ্রহীতাগণের জন্য উন্মুক্ত।